সম্প্রসারণ বার্তা

AIS কৃষি তথ্য সার্ভিস

রাজশাহীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভা... ৩ | রংপুরে এআইসিসি কৃষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ... ৪ | খুলনায় তিন দিনব্যাপী এআইসিসি কৃষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ... ৫ | পিরোজপুরে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত... ৬

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি. নং ডিএ-৪৬২ ■ ৩৯তম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ আষাঢ়-১৪২৩ ■ পৃষ্ঠা ৮

কৃষিবিদ দিবসের আলোচনা সভা ও কেআইবি কৃষি পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আহ্বান : কৃষক যাতে উৎসাহ না হারায়

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা

কৃষক যাতে উৎসাহ না হারায় সে লক্ষ্যে ফসলের ন্যায্য দাম নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ। ২০ জুন ২০১৬ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ অডিটরিয়ামে কৃষিবিদ দিবসের আলোচনা সভা ও কেআইবি কৃষি পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে 'সোনার বাংলা' গড়তে কৃষকদের ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, অনেক সময় কৃষি শ্রমিকের অভাবে জমির ফসল উঠানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই কৃষকরা যাতে উৎসাহ না হারায় সে ব্যাপারে সবাইকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। মনে রাখতে হবে কৃষকের মঙ্গলের জন্য ফসল যেমন

কৃষিবিদ দিবসে কেআইবি কৃষি পদক বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ

দরকার, তেমনি ভালো দামও একান্ত প্রয়োজন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি নিজেকে হাওরের মানুষ ও কৃষকের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলেন, হাওরে এক ফসল হয়। হাওরের পতিত জমিকে আবাদের আওতায় আনার পাশাপাশি হাওরের কৃষকদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়ার জন্য মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলার চ্যালেঞ্জের বিষয় উল্লেখ করে জলবায়ু

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৬ উদ্বোধন

-কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা

'অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রতি বছরের মতো এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৬ এর আয়োজন করা হয়। রাজধানীর ফার্মগেটে আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বরে ১৬ থেকে ১৮ জুন তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল প্রদর্শনী চলে। জাতীয় ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মো. মকবুল হোসেন এমপি।

(২য় পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

তিন দিনব্যাপী জাতীয় ফল প্রদর্শনী উদ্বোধনের পর স্টল পরিদর্শন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ

বিএআরসিতে শুকনো পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

- কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে ০৯ জুন ২০১৬ শুকনো পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজিত এ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, বর্তমানে বোরো চাষে সেচ একটি বড় সমস্যা। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিন দিন নিচে নেমে যাওয়ায় এ সমস্যা আরও প্রকট হচ্ছে। এসব কারণে আমাদের ক্রপিং প্যাটার্ন পরিবর্তন করতে হবে। প্রতি বছর আমাদের জমি কমে যাচ্ছে। আমাদের বীজ থেকে বীজ উৎপাদনের সময় কমিয়ে আনতে হবে।

(২য় পৃষ্ঠা ২য় কলাম)

বোরো ধান চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

কৃষিবিদ দিবসের আলোচনা সভা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিবর্তনজনিত কারণে প্রতিকূল জলবায়ু সহনশীল শস্যের বিভিন্ন জাত উদ্ভাবনের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষকরা যাতে পরিবর্তিত পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সেজন্য তাদের কৃষি তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করে তুলতে হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি বলেন, কৃষি শুধু বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি নয়, নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের শেকড়ও বটে। এ প্রসঙ্গে একটি চীনা প্রবাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, জাতীয় উন্নতি ও সম্পদ একটি গাছের ন্যায়। কৃষি তার মূল, শিল্প তার শাখা এবং বাণিজ্য তার পাতা। মূলে ক্ষত দেখা দিলে পাতা ঝরে যায়, শাখা ভেঙে পড়ে এবং গাছ মরে যায়। তাই আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কৃষি খাতের অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে সবাইকে নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষিতে অবদান রাখার জন্য পাঁচজন ব্যক্তি ও দুইটি প্রতিষ্ঠানের হাতে কেআইবি কৃষি পদক ২০১৬ তুলে দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ও ইনফোটেইনমেন্ট। ব্যক্তিরা হলেন নাটোরের কৃষক সেলিম রেজা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক এম মোফাজ্জল হোসেন, পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. হারুনুর রশীদ, সিলেটের কৃষি উদ্যোক্তা আলীমুল এহছান চৌধুরী ও ফরিদপুরের নারী কৃষক আলেয়া বেগম।

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের সভাপতি ও আওয়ামী লীগের মাননীয় সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এমপি, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মো. ছায়েদুল হক এমপি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য কৃষিবিদ আব্দুল মান্নান এমপি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের মহাসচিব কৃষিবিদ মোহাম্মদ মোবারক আলী।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্।

এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা থেকে আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিলকী অডিটরিয়াম চত্বর পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালি শেষে প্রধান অতিথিসহ অতিথিবৃন্দ ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৬ এর উদ্বোধন করেন এবং স্টল পরিদর্শন করেন। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৬ উপলক্ষে সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ অডিটরিয়ামে 'পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় দেশজ ফলের অবদান' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

আয়োজিত সেমিনারের প্রধান অতিথি মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ বলেন, সপ্তম-পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেয়া পণ্যের বহুমুখীকরণ উদ্যোগ সফলভাবে বাস্তবায়ন হবে। এজন্য সরকার নন-ট্র্যাডিশনাল পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রফতানির ওপর জোর দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে কৃষিপণ্যের জন্য ২০ শতাংশ নগদ সহায়তা দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাটপণ্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কৃষিপণ্যের তালিকায়। আর চাল আমদানি নিরুৎসাহিত করতে ২৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, ১৯৭২-৭৩ সালে আমাদের রফতানির তালিকায় ছিল মাত্র ২৫টি পণ্য। যা রফতানি হতো ৬৮ দেশে এবং আয় হতো মাত্র ৩৪৮ মিলিয়ন ডলার। কিন্তু এখন আমরা রফতানি করি ১৯৬টি দেশে। চলতি বছরে রফতানির যে লক্ষ্যমাত্রা (৩৩.৫ বিলিয়ন ডলার) ধরা হয়েছে তা ছাড়িয়ে যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেন, আমাদের পেটে ভাত চলে এসেছে এখন অন্যান্য ফসলের দিকে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশের ফল ওয়ালমার্টে যাবে এটা আগে কখনও কেউ ভাবতে পারেনি। দেশি ফল সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণকর্মীদের কাজ করার আহ্বান জানান। ফলের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, স্বাদ বাড়ানো এবং পচনশীলতা রোধ এ তিনটি কাজ করতে পারলে বাংলাদেশ ফলে আরও সমৃদ্ধ হবে। ফলের সিরাপ তৈরি করে বিদেশে পাঠানোর বিষয়ে গবেষণার আহ্বান জানান।

সেমিনারে পুষ্টি ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় দেশজ ফলের অবদান শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. মাহবুবর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নির্মিত প্রতিপাদ্যভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ উপলক্ষে জনগণকে সচেতন করতে পোস্টার, লিফলেট ও বুকলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ফলদ বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক 'কৃষিকথা' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ, জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ বেতার ও টেলিভিশনে ফলদ বৃক্ষ রোপণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিস, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন ছাড়াও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ৭৫টি স্টল স্থাপিত হয় প্রদর্শনীতে। প্রতিদিন বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ মেলায় উপস্থিত ছিলেন। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৬ উপলক্ষে জেলা ও উপজেলা পর্যায়েও নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে ফলের চারা কলম বিতরণ, সেমিনার, কর্মশালা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

বিএআরসিতে শুকনো পদ্ধতিতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

তিনি আরও উল্লেখ করেন, আমাদের দেশে প্রচলিত কাদা পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষে প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে প্রায় হাজার ২০০ লিটার পানি খরচ হয়। এ অবস্থায় আমাদের কৃষক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য নতুন নতুন সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীদের আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, শুকনো পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ প্রযুক্তি নিঃসন্দেহে একটি ভালো প্রযুক্তি। তবে সেটা আমাদের কৃষকের নিকট কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও সাশ্রয়ী হবে, সে বিষয়টিও ভাবতে হবে।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান বলেন, শুকনা পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ প্রযুক্তিতে জমিতে পানি সেচের পরিমাণ কমানোর ফলে প্রচলিত কাদা পদ্ধতির চেয়ে ধানের ফলন বেশি হয়। এতে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবেন সাধারণ কৃষক এবং কমবে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার। প্রচলিত পদ্ধতিতে বোরো ধানের জমিতে ১৫-৩০ বার সেচ দিতে হয়। নতুন এ প্রযুক্তিতে চার-আটবার সেচ দিয়েই ফসল ফলানো যাবে। শুকনা পদ্ধতিতে বোরো ধান চাষ করলে কমপক্ষে ৫০ থেকে ৬০ ভাগ সেচের পানি সাশ্রয় হবে ও ধানের ফলন এডব্লিউডি পদ্ধতির সমান বা বেশি হবে। তিনি আর উল্লেখ করেন, এ পদ্ধতিতে ধানের জীবনকাল ১৫ দিন কমে যায়। এতে আমন ধান কাটার পর সরিষা, আলু বা অন্যান্য রবিশস্য চাষের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়। শুকনো পদ্ধতিতে নিড়ানি খরচ বেশি হলেও পানি ও চারা রোপণের খরচ কম লাগে বলে অধিক মুনাফা পাওয়া যাবে। বিভিন্ন আগাছানাশক ব্যবহার করে কম খরচে সফলতার সঙ্গে শুকনো পদ্ধতির ধানের জমিতে আগাছা দমন করা হয়।

দীর্ঘ ৫ বছর গবেষণার পর এমন একটি কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবনে সফল হয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ বোরো উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকগণ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের ধান বীজ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ।

রাজশাহীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মতবিনিময় সভা এবং মাঠ পরিদর্শন

রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

-মো. আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

০৩ জুন ২০১৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ রাজশাহী ও বগুড়া কৃষি অঞ্চলের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। জেলা প্রশাসন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. নাসিরুজ্জামান এবং রাজশাহীর জেলা প্রশাসক জনাব কাজী আশরাফ উদ্দিন। এছাড়াও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. মো. আকরাম হোসেন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাজশাহী অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান।

প্রধান অতিথি বলেন, বরেন্দ্র অঞ্চলের যেটুকু পতিত জায়গা রয়েছে তা চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে। এজন্য তিনি কৃষি বিজ্ঞানী এবং সম্প্রসারণ-বিদদের আরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এছাড়াও তিনি কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য গ্রামে সংগঠন তৈরির কথা উল্লেখ করেন। তিনি উঁচু বরেন্দ্র অঞ্চলে বাঁশ চাষ সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি এ অঞ্চলে বোরো ধান কমিয়ে অন্য রবিশস্য আবাদ বৃদ্ধিতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ভূমিকা রাখায় কৃষি বিভাগের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অন্য বক্তাগণ কৃষকদের জন্য আর্থিকভাবে লাভজনক প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণের ওপর বিশেষ গুরত্ব প্রদান করেন। এছাড়াও বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। বক্তাগণ প্রত্যেক গ্রামে বীজ উৎপাদন গ্রুপ তৈরির জন্য সবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণ নিজ নিজ দাপ্তরিক কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন। মতবিনিময় সভায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বগুড়া অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মেহাঃ হযরত আলীসহ ফল গবেষণা, ধান গবেষণা, গম গবেষণা, এসআরডিআই, সরেজমিন গবেষণা কেন্দ্র, ইক্ষু গবেষণা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, হর্টিকালচার সেন্টার, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, বিএমডিএ, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রায় ১০০ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সচিব মহোদয় রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার সরমংলায় বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ভূউপরিস্থ সেচ পদ্ধতি পরিদর্শন করেন।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ একটি পর্যায়ে এসে থেমে গেছে একে এগিয়ে নিতে হবে- সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

খুলনা সার্কিট হাউসে খুলনা আঞ্চলের কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

-এম এম আব্দুর রাজ্জাক, কৃতসা, খুলনা

১ জুন ২০১৬ খুলনার সার্কিট হাউস কনফারেন্স রুমে কৃষি সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, প্রতিটি উপজেলায় কৃষকদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করতে হবে। প্রতি গ্রুপে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে ওই এলাকার কৃষক বেশি উপকৃত ও লাভবান থেকে পারবে। তিনি দক্ষিণাঞ্চলে যে সব জমি বিভিন্ন সময় অনাবাদি থাকছে তা চাষের আওতায় আনার জন্য গবেষক ও সম্প্রসারণকর্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। লবণাক্ত এলাকায় উপযোগী প্রযুক্তি ও জাত উদ্ভাবন করে সম্প্রসারণকর্মীদের মাধ্যমে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। কৃষি সচিব মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছে অঞ্চলে কৃষির সমস্যা ও উত্তরণে করণীয় জানিয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়ে মতামত পাঠানোর অনুরোধ জানান। কৃষি সচিব লবণাক্ত অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত শস্য পর্যায় অনুসরণ ও ফসলের নিবিড়তা বাড়ানোর জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা বিভাগীয় কমিশনার মো. আব্দুস সামাদ। অনুষ্ঠানে ডিএই, বিএডিসি, বিএআরআই, বিনা, এসআরডিআই, এসসিএ, এআইএস, বিএডিসি, ডিএমসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইক্ষু ও সুগারবিটের আধুনিক জাতের চাষাবাদ সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছেন কৃষি সচিব

-এ.টি.এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

পাবনার ঈশ্বরদীতে বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এ.এস.এম. কামাল উদ্দিন মেমোরিয়াল হলরুমে বিএসআরআই আয়োজিত দুই দিনব্যাপী গবেষণা-সম্প্রসারণ কর্মশালা গত ৪ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনকালে কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইক্ষু ও সুগারবিটের আধুনিক জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ইক্ষু চাষের সম্ভাবনাময় দিককে কাজে লাগাতে এর চাষকে আরও বিস্তৃত করতে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এবং এর বীজ কৃষক পর্যায়ে সহজলভ্য করে উৎপাদনের মাত্রাকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিএডিসি কে মার্কেটিং বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে আহ্বান জানান। তিনি গবেষণার মাধ্যমে চাষাবাদের কৌশল পরিবর্তন এবং নতুন নতুন চিনি সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন করে ইক্ষু জাতীয় ফসল যেমন সুগারবিট, তাল, খেজুর ও গোলপাতা বৃক্ষকে গবেষণার আওতায় এনে কৃষকমুখী করাসহ গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে জোরালো করে কৃষকের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে বিজ্ঞানী

(৪র্থ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

ইক্ষু ও সুগারবিটের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ও সম্প্রসারণবিদদের প্রতি আহ্বান জানান।

৪ জুন থেকে ৫ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী কর্মশালায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. মু. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিএডিসির চেয়ারম্যান মোঃ নাসিরুজ্জামান, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান একেএম দেলোয়ার হোসেন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ হামিদুর রহমান।

কর্মশালায় ইক্ষু ও ইক্ষু জাতীয় ফসল সুগারবিট, খেজুর, তাল, গোলপাতা ইত্যাদি ফসলের আবাদ কৌশল, রোগ, পোকামাকড় দমন, চিনি তৈরি এবং এসব ফসলের উপজাত থেকে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ উৎপাদন, অ্যানিমেল ফিড তৈরি, মোলাসেস উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়সমূহ গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে উঠে আসে এবং দ্রুতই চাষি পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেশের চিনি শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করে বিশ্ববাজারে টিকিয়ে রাখার পন্থা উদ্ভাবনের বিষয়টি স্থান পায়। এছাড়া বৃহত্তর রংপুরের চরাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ইক্ষু চাষ জোরদারকরণ, পার্বত্য এলাকার জেলাসমূহে পাহাড়ি এলাকার অব্যবহৃত ভেলিতে আখ এবং আখ জাতীয় ফসলের চাষ সম্প্রসারণ ও বান্দরবানে আখের সঙ্গে সাথী ফসলের চাষ বিষয়টিও কর্মশালার মূল বিষয়বস্তু হয়ে উঠে।

কর্মশালা উদ্বোধনের আগে সচিব মহোদয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ইক্ষু ফিল্ড ও মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তা ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি ইক্ষুর বিভিন্ন জাত উদ্ভাবন এবং উপজাত থেকে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যাদি তৈরির গবেষণা কার্যক্রমকে স্বাগত জানান।

বাংলাদেশ সুগার ক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত গবেষণা সম্প্রসারণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্

রংপুরে এআইসিসি কৃষকদের আইসিটি প্রশিক্ষণ

-মো. এমদাদুল হক, কৃতসা, রংপুর

গত ২৭ থেকে ২৯ মে ২০১৬ পর্যন্ত কৃষি তথ্য সার্ভিস রংপুর অঞ্চলের কম্পিউটার ল্যাবে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের (এআইসিসি) কৃষকদের নিয়ে আইসিটি বিষয়ক তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কৃষি তথ্য সার্ভিসের রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো. আবু সায়েমের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর অঞ্চলের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. শাহ আলম এবং বাংলাদেশ বেতার রংপুরের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ।

প্রধান অতিথি কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক বলেন, বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার কৃষকের দোরগোড়ায় কৃষি তথ্য পৌঁছে দিতে কৃষি তথ্য সার্ভিস মাধ্যমে সারা দেশে এ পর্যন্ত ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। তিনি উপস্থিত প্রত্যেক এআইসিসি প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান এলাকায় ছড়িয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এছাড়া তিনি কৃষি বিষয়ক যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে কল করে স্বল্পমূল্যে তথ্য নেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ভুরুঙ্গামারি বানরকুটি এআইসিসি সদস্য আবু ইব্রাহিম তার সংগঠনের কার্যক্রম তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে কোনো উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। এআইসিসি ক্লাব তৈরির জন্য তিনি কৃষি তথ্য সার্ভিসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অতিরিক্ত পরিচালক মো. শাহ আলম বলেন, বর্তমান সরকারের কৃষিতে সাফল্য ও উন্নয়ন দেশে-বিদেশে সবার নজর কেড়েছে। তিনি বর্তমান কৃষির সাফল্যের দিক তুলে ধরে তিনি বলেন, সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয়, ফল উৎপাদনে সপ্তম আর ধান উৎপাদনে চতুর্থ। এজন্য তিনি সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, সহযোগিতা এবং উদ্যমী কৃষকের অবদানের কথা কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করেন। বাংলাদেশ বেতার রংপুরের ভারপ্রাপ্ত আঞ্চলিক পরিচালক ড. মো. হারুন-অর-রশিদ বলেন, বাংলাদেশ বেতার থেকে বর্তমানে সমসাময়িক বিষয়ে প্রতিদিন সকালে ও বিকালে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে। দিন দিন এসব অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কৃষিবিদ মো. আবু সায়েম বলেন, বর্তমানে রংপুর অঞ্চলের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে এআইসিসি স্থাপিত হয়েছে। এসব এআইসিসি থেকে মাসে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা আয় হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিন দিনের প্রশিক্ষণে বিভিন্ন আইসিটি উপকরণের পরিচিতি, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ, ই-কৃষি, দৈনন্দিন কৃষিতে সমস্যা ও সমাধানের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান দপ্তর থেকে আগত প্রশিক্ষক কৃষিবিদ মো. জাকির হাসনাৎ ও কৃষিবিদ মো. মারুফ প্রাণবন্ত পরিবেশে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

রংপুরে এআইসিসি কৃষকদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান

জামালপুর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

জামালপুর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে গত ২৪-২৬ মে ২০১৬ তিন দিনব্যাপী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা-সম্প্রসারণ পর্যালোচনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন কর্মশালা-২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, অঞ্চল-২, শেরপুর ও আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জামালপুর কর্তৃক আয়োজিত এ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ অমিতাভ দাস। আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নারায়ণ চন্দ্র বসাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, জামালপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. মো. রফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমান, শেরপুরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আশরাফ উদ্দিন এবং নেত্রকোনার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ দিলীপ কুমার অধিকারী।

কৃষিবিদ জনাব অমিতাভ দাস প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে বলেন, গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি আমরা মাঠে বিস্তার করি, কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করি। আমাদের মাধ্যমে যাতে কৃষকরা উন্নত সেবা পায়, সে মানসিকতা নিয়ে আমাদের

(৫ম পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

জামালপুর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

কাজ করতে হবে। তিনি মাঠে প্রদর্শিত বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী প্লটে ডিএই কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কৃষক মাঠ দিবসে অংশগ্রহণের জন্য কেন্দ্রটির বিজ্ঞনীদের অনুরোধ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. নারায়ণ চন্দ্র বসাক বলেন, গবেষণাগারে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শন করা হয় এবং সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়। প্রদর্শন পর্যায়ে সাবধানতার সঙ্গে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম শেষে সে প্রযুক্তি রিলিজ করা হয়। এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মহোদয়দের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ড. মো. সামছুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, সগবি, বিএআরআই, শেরপুর। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জামালপুরের উপপরিচালক ড. মো. রফিকুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. আলতাবুর রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. মঞ্জুরুল কাদির প্রমুখ।

উল্লেখ্য, গত ২৪ মে ২০১৬ একই স্থানে আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জামালপুরের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. নারায়ণ চন্দ্র বসাকের সভাপতিত্বে ওই কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুরের পরিচালক ড. মো. সাখাওয়াৎ হোসেন।-বিজ্ঞপ্তি

জামালপুর আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সেমিনার কক্ষে আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প কর্তৃক জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

খামারবাড়ির আ. কা. মু গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়ামে ২৫ মে ২০১৬ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল পর্যালোচনা শীর্ষক জাতীয় কর্মশালা ২০১৫-১৬ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম বলেন, আমাদের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ডিএই এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে মার্কেট লিংকেজ তৈরি করে পণ্য বাজারজাতকরণ ও ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি সমাধান করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, আমাদের কৃষিতে বৈচিত্র্যতা নিয়ে আসতে হবে। যাতে কৃষক খামার থেকে উঠে না আসে। উচ্চমূল্যের ফসল চাষাবাদে কৃষকদের উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হবে।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম প্রধান (পরিকল্পনা) মো. মনজুরুল আনোয়ার বলেন, মাঠে কোনো নতুন ফসলের বা জাতের প্রদর্শনী দিলে সাইনবোর্ডে জাতের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ থাকলে সহজে কৃষকগণ জানতে পারবে। কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণের বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান বলেন, বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নারী কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গবেষণা, সম্প্রসারণ

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল পর্যালোচনা শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিত প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ নজমুল ইসলাম ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ও মনিটরিং কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে হবে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। ব্লক লেবেলে উন্নয়ন পরিকল্পনায় বীজের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

কর্মশালায় আরও বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ক্রপস উইংয়ের পরিচালক মো. গোলাম মোস্তফা, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি বিশ্বাস কুতুব উদ্দিন; প্রদর্শনীভুক্ত পাবনা আটঘরিয়ার কৃষক বিপ্লব কুমার সেন। জেলা পর্যায়ের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন কক্সবাজার জেলার উপপরিচালক আ. ক. ম শাহরিয়ার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য ও প্রকল্পের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন চাষি পর্যায়ে উন্নতমানের ধান, গম ও পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. ছারওয়ার জাহান। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮৯টি উপজেলা ও ৯টি মেট্রো থানায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

খুলনায় তিন দিনব্যাপী এআইসিসি কৃষকদের আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

এআইসিসি কৃষকদের আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস

-মো.আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ইনফো সরকার কর্তৃক প্রদত্ত খুলনা অঞ্চলের নতুন কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) কৃষকদের তিন দিনব্যাপী আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনার আইসিটি ল্যাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ০১ জুন অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ নিত্যরঞ্জন বিশ্বাস। আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মোহম্মদ আনোয়ার হোসেন ও কৃষিবিদ রতন কুমার সরকার, উপপরিচালক উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, মংলা।

উদ্বোধনী বক্তব্যে প্রধান অতিথি বলেন, কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকার কৃষকদের উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তি

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ১ম কলাম)

খুলনায় তিন দিনব্যাপী এআইসিসি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে আজ আমাদের কৃষকরা ঘরে বসেই ফসলের নতুন জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, পোকামাকড় দমনসহ নানাবিধ সমস্যার সমাধান করতে পারছেন। তাদের ফসল আবাদের সমস্যার সমাধান মোবাইলের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারছেন। এসবই সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ স্থাপনের ফলে। তিনি নতুন স্থাপিত এআইসিসি সদস্যদের সরকারের দেয়া এসব আধুনিক যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ কৃষকদের সেবার মান আরও বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন।

বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ মোহম্মদ আনোয়ার হোসেন বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে কৃষি তথ্য সেবা বিস্তারের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি এআইসিসি স্থাপন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি কৃষিবিদ রতন কুমার সরকার বলেন, কৃষিতে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রয়োগ ঘটিয়ে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে কৃষি তথ্য সার্ভিস খুলনার আওতাভুক্ত ১২টি জেলার ৩০টি উপজেলার এআইসিসির মোট ৩০ জন কৃষক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান তথ্য অফিসার কৃষিবিদ মোহম্মদ আনোয়ার হোসেন, তথ্য অফিসার (পিপি) কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, সহকারী তথ্য অফিসার (শস্য উৎপাদন) কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ ও আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ এম এম আব্দুর রাজ্জাক।

পাবনা জেলার নবীন কৃষি কর্মকর্তাদের বরণ অনুষ্ঠান ও মতবিনিময় সভা

-এ.টি.এম ফজলুল করিম, কৃতসা, পাবনা

পাবনা জেলায় ৩৪তম বিসিএস কৃষি ক্যাডারের ছয়জন কর্মকর্তার যোগদান উপলক্ষে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে নবীন কর্মকর্তাদের বরণ অনুষ্ঠান ও মতবিনিময় সভা গত ৪ জুন জেলার খামারবাড়ির প্রশিক্ষণ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নবীন কর্মকর্তাদের ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান। এ সময় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চলের অতিঃপরিচালক কৃষিবিদ মো. হযরত আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঈশ্বরদীর কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ হাছেন আলী, পাবনা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ বিভূতি ভূষণ সরকার এবং টেবুনিয়া হর্টিকালচার সেন্টারের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আজাহার আলী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নবাগত কর্মকর্তাগণ তাদের পরিচিতি তুলে ধরেন। এ সময় প্রধান অতিথি মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান তাদের উদ্দেশ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিশাল কর্মপরিধি এবং কৃষি সম্প্রসারণ সেবার ধরন, পদ্ধতি এবং আঙ্গিক বর্ণনা করেন। তিনি নবাগত কর্মকর্তাসহ সব কর্মকর্তাকে এ মহৎ পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবন পুণ্যময় করার উদাত্ত আহ্বান জানান ।

উল্লেখ্য, নবীন কর্মকর্তা কুন্তলা ঘোষ পাবনা সদর উপজেলায়, মো. আল- ইমরান চাটমোহর উপজেলায়, শর্মিষা সেনগুপ্ত ভাঙ্গুড়া উপজেলায়, রিতা পারভিন ফরিদপুর উপজেলায়, আব্দুল্লাহ-হেল-মাফি বেড়া উপজেলায় এবং আতিকা সুলতানা সুজানগর উপজেলায় কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে ১ জুন কর্মস্থলে যোগদান করেছেন। অনুষ্ঠানে জেলার সব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি তথ্য সার্ভিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত আঞ্চলিক কর্মকর্তাসহ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের কৃষিতে রয়েছে অপার সম্ভাবনা- মহাপরিচালক, ডিএই

- নাহিদ বিন রফিক, এআইএস, বরিশাল

দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলের কৃষিতে রয়েছে অপার সম্ভাবনা। এসব এলাকায় ফলসহ বৈচিত্র্যময় শস্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশকে আরও সমৃদ্ধশালী করা সম্ভব। এ দুই অঞ্চলের জন্য দুটি চমৎকার মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করা হয়েছে। এখন প্রয়োজন দক্ষতার সঙ্গে কাজে মনোনিবেশ এবং চাষিদের পাশে থেকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দিয়ে তাদের সহযোগিতা করা। গত ২ জুন বরিশাল নগরীর খামারবাড়ির ডিএই সম্মেলন কক্ষে কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মো. হামিদুর রহমান এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতার ৪৫ বছরে আমরা ২৮ লাখ হেক্টর জমি হারিয়েছে। এরপরও বর্তমানে দেশে ধানের মোট উৎপাদন বছরে ৩ কোটি ৮২ লাখ মেট্রিক টন। এটা সম্ভব হয়েছে ধানের অধিক উৎপাদনশীল জাত উদ্ভাবন এবং তা সম্প্রসারণের কারণে। ডিজি মহোদয় বলেন, এখানে কেবল বনজ গাছে ছড়াছড়ি। অতি ঘনত্বের এসব গাছ, বিশেষ করে রেইনট্রি-চাম্বুলের আধিক্য কমিয়ে এ অঞ্চল নারিকেলের রাজ্যে পরিণত করতে হবে। তাই উচ্চফলনশীল ডোয়ার্ফ জাত ব্যবহারে চাষিদের উৎসাহ বাড়াতে হবে। সম্প্রসারণকর্মীদের তথ্য সমৃদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি প্রত্যেককে একটি তথ্য ভাণ্ডারে পরিণত হওয়ার আহ্বান জানান।

ডিএই আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় অতিরিক্ত পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) তুষার কান্তি সমদ্দারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাবেক মহাপরিচালক এম. এনামুল হক। বানারীপাড়ার উপজেলা কৃষি অফিসার মো. অলিউল আলমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ শংকর কুমার ভৌমিক, বরিশালের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. ফজলুল হক, মুলাদীর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম মল্লিক, বাউফলের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মো. আরাফাত রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নবীন কৃষি কর্মকর্তাদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন প্রধান অতিথি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো.হামিদুর রহমান

বরিশাল নগরীর খামারবাড়ির ডিএই সম্মেলন কক্ষে কৃষি কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমান

শুকনা পদ্ধতিতে বোনা বোরো ধান আবাদের ওপর মাঠ দিবস

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, রংপুর

বোনা বোরো ধানের মাঠ দিবসে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান

গত ৩১ মে ২০১৬ রংপুর জেলার চন্দনপাট ডাকঘরা মাদরাসা মাঠে শুকনা পদ্ধতিতে বোনা বোরো ধানের ওপর এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়ার জন্য কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মাঠ দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রকল্প পরিচালক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের কৃষিতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মশিউর রহমান।

তিনি গবেষণা কার্যক্রমের সুবিধা ও অসুবিধার দিক তুলে ধরেন এবং উন্মুক্ত আলোচনায় কৃষকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি বলেন, শুকনা পদ্ধতিতে বোনা বোরো ধান চাষে ৫০-৬০ ভাগ কম সেচ দিয়ে প্রচলিত কাদা পদ্ধতির সমান ফলন পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুরের উপপরিচালক স.ম. আশরাফ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী আঞ্চলিক বীজ প্রত্যয়ন অফিসার ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান প্রধান এবং রংপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রিয়াজ উদ্দিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রংপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান নাছিমা জামান ববি।

প্রকল্পের সুবিধাভোগী দুই জন কৃষক শুকনা পদ্ধতিতে ধান আবাদ করতে বিভিন্ন সুবিধার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, তাদের জমিতে মাত্র ৬টি সেচ দিয়ে বোরো ধান আবাদ করেছেন যেখানে প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রায় ১৫-১৬টি সেচ দিতে হয়। প্রধান অতিথি বলেন, প্রতিনিয়ত উত্তর অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। তাই বোরো ধানের আবাদ কমিয়ে আউশ ধানের আবাদ বাড়াতে হবে। কারণ বোরো ধানের আবাদ করলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ বাড়ে। এক কেজি বোরো ধান আবাদ করতে প্রায় ৪ হাজার লিটার পানির প্রয়োজন হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপজেলা চেয়ারম্যান নাছিমা জামান ববি বলেন এ পদ্ধতিতে ধান আবাদ পরিবেশবান্ধব। এ পদ্ধতিতে বোরো আবাদ যেন শুধু রংপুরে সীমাবদ্ধ না থেকে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান। এর আগে উপস্থিত কৃষক-কৃষাণীসহ অতিথিবর্গ প্রদর্শনী প্লটের ধান কর্তন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিতে সাত বছরের সাফল্য (২০০৯-২০১৫)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী সংস্থাসমূহকে জাতীয় নীতিমালার ভিত্তিতে গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রাধিকার নির্ধারণ, গবেষণা কর্মকাণ্ড পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন, কর্মসূচি সমন্বয় এবং কৃষি গবেষণার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। কাউন্সিল খাদ্য উৎপাদন ও দারিদ্র্য নিরসনে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও অগ্রাধিকারের আলোকে সরকারকে পরামর্শ প্রদান করে আসছে। এ ছাড়া কাউন্সিল কৃষি গবেষণা সিস্টেমের গবেষণা প্রতিষ্ঠাসমূহের মানবসম্পদ উন্নয়নের কাজ সম্পাদন করে থাকে।

বিগত সাত বছরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অগ্রগতি

- এ সময়ে কৃষি গবেষণাসহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ৭০টি কোর গবেষণা ও প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ধান ও ডাল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ওই ফসলসমূহের উৎপাদন যথাক্রমে ১৭.৫% ও ১৫% বৃদ্ধি পেয়েছে;
- সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিষমুক্ত উচ্চমূল্য সবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে এ ফসলগুলোর বালাই প্রতিরোধক লাইন নির্বাচন এবং সমন্বিতবালাই ব্যবস্থাপনায় টেকসই প্যাকেজ উদ্ভাবনের আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে। 'ফেরোমন ট্র্যাপ' পদ্ধতি সবজি ফসলের পোকা ও রোগবালাই দমনে কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে;
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় সরকারের অনুমোদনক্রমে ৪টি বিটি বেগুনের জাত, তাপসহিষ্ণু গমের এবং ধানের জাত, গ্রীষ্মকালীন টমেটো, লবণাক্তসহিষ্ণু ধানের জাত, মসুর ও রসুনের ৩টি নতুন জাত, পশু ও পাখির টিকা ও ব্রয়লার মুরগির জাত এবং সম্ভাবনাময় অনেক প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের পর মানবসম্পদ উন্নয়নে ১২০৯টি প্রশিক্ষণ প্রদান, ১০৮ জন কৃষি বিজ্ঞানীর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন এবং ১০ জন কৃষি বিজ্ঞানী পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন জাত-প্রযুক্তির ওপর ১৬৭৪৪ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ ও ১১৮৪০টি মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়েছে;
- এসআরডিআই, বিএআরআই এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় বিএআরসি কর্তৃক জমির উপযোগিতা ভিত্তিক ক্রপ জোনিং ম্যাপ প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বিগত ২০০৭ সাল থেকে হাল নাগাদ বিএআরসি কর্তৃক জৈব সার ৭০টি; রাসায়নিক সার ২টি ও PGR: ৮টি মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং জাতীয় সার প্রমিতকরণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ও দেশে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে;
- কাউন্সিলসহ কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে ICT এবং MIS Cell গঠন করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের জন্য কাউন্সিলে ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কাউন্সিলে জিওগ্রাফিকাল ইনফরমেশন সিস্টেমের (GIS) কাজ অব্যাহত আছে;
- বিএআরসির চত্বরে জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী কেন্দ্র (NADC) স্থাপন করা হয়েছে যা কৃষি বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে;
- বিএআরসি কর্তৃক লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ও নীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা মুদ্রিত হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

কৃষি সচিবের নেতৃত্বে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণ ও মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

সরকারের রূপকল্প যথাযথভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে এদেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি পাবে এবং নিবিড় পরিবীক্ষণের মাধ্যমে সরকার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভব হবে। এরই অংশ হিসাবে সরকারি কর্মচারীদের দক্ষতা, দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪ জুন ২০১৬ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সংস্থার সঙ্গে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুষ্ঠানে কৃষি সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, এ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম সম্পাদনে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, গতিশীলতা, দায়বদ্ধতা এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে গণমুখী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে উঠবে যার ফলে সরকারের নতুন চ্যালেঞ্জ তথা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে কৃষি মন্ত্রণালয় যোগ্য অংশীদারিত্বের প্রমাণ দিতে সক্ষম হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আওতাধীন দপ্তর সংস্থার প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।-বিজ্ঞপ্তি

তিন দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী সম্পন্ন

১৮ জুন ২০১৬ ফার্মগেটের আ. কা. মু. গিয়াস উদ্দীন মিল্কী অডিটরিয়াম চত্বরে তিন দিনব্যাপী ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৬ শেষ হয়েছে। 'অর্থ পুষ্টি স্বাস্থ্য চান, দেশি ফল বেশি খান' এ প্রতিপাদ্যে সমাপনী দিনে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ফল প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী স্টল, ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী উপলক্ষে রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, প্রগতিশীল কৃষক ও সর্বোচ্চ ফল উৎপাদনকারী জেলাকে পুরস্কৃত করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ মো. হামিদুর রহমানের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ও মহাপরিচালক (বীজ) মো. ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক এস. এম আবু জার।

উল্লেখ্য, ১৬ জুন ২০১৬ সকালে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ও কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব মকবুল হোসেন।-বিজ্ঞপ্তি

জাতীয় ফল প্রদর্শনী সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মো. মোশারফ হোসেন

পুষ্টি কর্ণার

পেয়ারা

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ পেয়ারাকে বহুবিধ গুণের কারণে মিসরীয় অঞ্চলের আপেল বলা হয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পেয়ারাতে জলীয় অংশ ৮১.৭ গ্রাম, খনিজ পদার্থ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৫.২ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৫১ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.৩ গ্রাম, শর্করা ১১.২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ১০ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.৪ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.২১ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-২ ০.০৯ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন সি ২১০ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। পেয়ারার শিকড়, গাছের বাকল, পাতা এবং অপরিপক্ব ফল কলেরা, আমাশয় ও অন্যান্য পেটের পীড়া নিরাময়ে ভালো কাজ করে। ক্ষতস্থানে থেঁতলানো পাতার প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়, কচিপাতা চিবালে দাঁতব্যথার উপশম হয়। বাংলাদেশের সবখানেই কমবেশি পেয়ারার চাষ হয়। তবে বরিশাল, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, গাজীপুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলা উল্লেখযোগ্য। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পেয়ারা থেকে জ্যাম, জেলি ও জুস তৈরি করা হয়।

সম্পাদক: কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, সহকারী সম্পাদক: মো. মতিয়ার রহমান, সমন্বয়ক: কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, লোগো ও ডিজাইন: রত্নেশ্বর সূত্রধর
কম্পিউটার কম্পোজ: মনোয়ারা খাতুন, কৃষি তথ্য সার্ভিসের বাইকালার অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার সরদার শামসুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত